বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন চর্চা ও সাম্প্রতিক ভাবনা

কামল হুদা পথিক

লোক এর পক্ষ থেকে দ্রষ্টব্য সম্পাদক কামল হুদা পথিকের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নগুলো ছিল তার সম্পাদিত দ্রষ্টব্য এবং লিটলম্যাগচর্চা ও লিটলম্যাগকেন্দ্রিক । তিনি উক্ত প্রশ্নগুলোর সরাসরি ও ধারাবাহিক উত্তর না দিয়ে বরং উপরোক্ত শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে পরোক্ষভাবে লিটলম্যাগকেন্দ্রিক তার ভাবনায় আলোকপাত করেছেন।

সম্পাদক

১. লিটল ম্যাগজিন সম্পর্কীয় প্রচলিত সরল ভাষণ

লিটল ম্যাগজিন --এই শব্দটি আজকাল আর অতটা অচেনা ঠেকে না। বিষয়টি যদিও মোটেই সরল নয়, বরং নিরেট খাঠকট, অমসৃণ, কঠিন, কিংবা গাঢ় কোন বিষয় --তথাপি বর্তমানে কেউ কেউ নিজেদের মত করে লিটল ম্যাগাজিনের এক প্রকার সরল ভাষ্য এভাবে প্রদান করেন যে-- বাংলাদেশে কিংবা কোলকাতায় অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন, ে কান কোন ক্ষেত্রে নিদিষ্ট করে প্রায় এক হাজার লিটল ম্যাগজিন বের হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ যদি এতটাই উল্লেখযোগ্য হতো তাহলে আজকের আলোচনার বিষয় বোধ করি অন্য রকম হতো। তাহলে ভেবে দেখার অবকাশ থাকে এ অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনের অন্তর্ভুক্ত কাগজগুলো কি কি ?

(ক) দেশের প্রায় সকল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বাৎসরিক টিন মাফিক বার্ষিক ম্যাগাজিন বের করে থাকে।

(খ) দেশের সরকার অনুমোদিত / অননুমোদিত বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠন সমূহ বিভিন্ন দিবস কেন্দ্রিক এক ধরনের ম্যাগাজিন বের করে থাকে।

(গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু গদ্য -পদ্য লিখিয়ে অনেকটা সৌখিনতা বশতঃ কোন প্রকার উদ্দেশ্যহীনভাবেই সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন।

(ঘ) খুব বেশি সংখ্যক না হলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সাহিত্যকে বর্জন করে নতুন সাহিত্য রচনার প্রয়াসে কেউ কেউ সাহিত্যের কাগজ প্রকাশ করে থাকেন।

উপরোক্ত অভিধায় সব কিছুকেই লিটল ম্যাগজিন বলে অভিহিত করতে চাইলে লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কীয় প্রচলিত

সরল ভাষণ সঠিকই হবে। কিন্তু আদৌ কি এ সব কিছুই লিটল ম্যাগাজিন ? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কোনটিকে আমরা লিটল ম্যাগাজিন বলবো ?

২। লিটল ম্যাগাজিন পেছন ফিরে দেখা

রবীন্দ্র পূর্ববর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য শেষ সময়ে কিছু কাগজের পরিচয় মিললেও প্রচলিত প্রয়াসের বাইরে সা হিত্যের পালা বদলের কাগজ দৃষ্টিগোচর হয় বিংশ শতাব্দীর শুতে। আর সেখানে অনেকটা মাইল ফলকের মতো চোখে পড়ে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' । তারও পরে রবীন্দ্র বলয়েরবাইরে নতুন সাহিত্য তৈরির প্রত্যয়ে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সুধীন্দ্র নাথ দত্তের পরিচয় আর বিষ্ণু দের 'সাহিত্য পত্র'কে --এ বাংলায় লিটল ম্য াগজিন দর্শনের অনেকটা গোড়াপত্তনই বলা যায়। পঞ্চাশের দশকে এ বাংলায় উল্লেখযোগ্য কবিকন্ঠ আর পশ্চিমবঙ্গে কৃত্তিবাস সহ আর ও কিছু কাগজ নতুন সাহিত্য তৈরিতে ভূমিকা রাখলেও পরবর্তীতে নিজেরাই নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে স্ব স্থান থেকে বিপরীত স্থানে । পঞ্চাশ কিংবা পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপন পর্ব কিম্বা সে মত কোন কাগজের নাম করা গেলেও প্রকৃত পক্ষে লিটল ম্যাগজিন একটা দর্শনে দাঁড় করানোর কাজ শু হয় বাংলাদেশে আশির দশকে।

লিটল ম্যাগাজিন নিজস্ব দর্শন, এক ধরনের বাণিজ্যিক সাহিত্যের বিপরীত স্রোতে একটি আন্দোলন, পণ্য সাহিত্যের বেনিয় াবৃত্তির প্রতিবাদ এবং এর সমান্তরালে নতুন সাহিত্য তৈরির স্বপ্ন থেকে আশি ও নববইয়ের দশকে অনেক কাগজ লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে প্রকাশিত হয়। যাঁদের মধ্যে হন্ডিব , অনিন্দ্য, একবিংশ, চর্যাপদ, দামোদর । পূর্ণদৈর্ঘ, প্রান্ত, সংবেদ , প্রসূন, নদী, দ্রষ্টব্য চালচিত্র, শব্দ শিল্প প্রতিশিল্প, মৃৎ কাজ, নিসর্গ , কালস্রোত, অন্যস্বর, অর্ক, মন্দ্র, নৃ দ, সহজিয়া উল্লেখযে াগ্য । সে পথ ধরে ধরেই --বর্তমানে আরও কিছু নতুন কাগজের যোগ-- তার মধ্যে ক্যাথারসিস, লোক, দুয়েন্দো ইত্যা দি।

কিন্তু এত কাগজের নাম বলার পরও কি আমরা বলতে পারি লিটল ম্যাগাজিন বাণিজ্যিক সাহিত্যের সমান্তরাল কোন সা হিত্যধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে ? বরং লিটল ম্যাগজিনের সামনে এখনো সাইজের একটা প্রাবোধক চিহ্ দাঁড়িয়ে অ াছে। কারণ এ সকল কাগজের অনেকগুলোই ছিলো একবারেই উদ্দেশ্যহীন আর অলেকগুলোর সম্পাদক ও লেখক উভয়ই বড় কাগজে একটু জায়গার জন্য মই হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং এখনো করছে। এ প্রসঙ্গে গভীর সম্পাদক তপন বড়ুয়ার একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই--- আমাদের দেশে পয়তাল্লিশ বছর ধরে লিটল ম্যাগজিন বলতে একটা ধারণা তৈরি আছে। যা হচ্ছে---লিটলরা লিটল ম্যাগজিনে লিখবেন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের বাজারের থলে বইবেন, অন াহারে অনাদরে দিনাতিপাত , চটির শুকতলা খুইয়ে বিজ্ঞাপনের পিছনে ছুটবেন, সম্পাদকের কিংবা তথাকথিত বড়দের ফ াই ফরমাস খাটবেন--অতঃপর বিগ হয়ে বিগ কাগজে যাবেন। এ অবস্থাটির বিপরীত অবস্থানে থাকে লিটল ম্যাগজিন তার সম্পাদক লেখক, পাঠক এবার আপনিই খুঁজে নেন বিপরীত অবস্থানের কাগজ কোনটি ? আপনি কি এ রকম একটি ক াগজ করছেন কিংবা করবেন?

৩। নতুন বাঁকের লেখা ও লেখকের ধারকই লিটল ম্যাগজিন

প্রকৃত পক্ষে লিটল ম্যাগজিনকে 'সনেট ' কিংবা ' ছোট গল্পের মতো কোন প্রামাণিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা হয়নি বা য ায়নি। তাই লিটল ম্যাগজিনকে নিজের মতো করে ভাববার একটু অবকাশ থাকছে। লিটল ম্যাগজিন সেখানে কেউ কেউ আঁট-সাঁট কমিটমেন্টের সাথে সম্পর্কিত করতে চাচ্ছেন অন্যদিকে কেউ কেউ তাকে স্থূল সামাজিক কাজ কর্মের সাথে স ম্পর্কিত করছেন। কিন্তু লিটল ম্যাগজিন কি এমনি এমনি প্রকাশের প্রয়োজন পড়লো ?

শিল্প সাহিত্য চর্চা সব সময় বর্তমান সময়কে কেন্দ্র করে চলমান থাকে। সময় যেহেতু পরিবর্তনশীল সেহেতু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিশ্বাস এবং বিভিন্ন টেকনিককে ও লালন করে । ফলে সময়ের এ সকল উপাদানের পরিবর্তনের সাথে শিল্প সাহিত্যেরও বাঁক সৃষ্টি হয়েছে। মজার বিষয় হচ্ছে যখন এ সকল বাঁক সৃষ্টি হয়েছে তখন যেহেতু প্রচলিত ধারার লেখকরা অধিক সংঘবদ্ধ বা অধিক প্রতিষ্ঠিত (খ্যাতি ও অর্থ দুদিক থেকেই) সেহেতু নতুন বাঁকের সাহিত্য কর্মী এবং সৃষ্টি সাহিত্যের প্রতি সহজেই অবহেলা অবজ্ঞা এবং সর্বোপরি বিদ্ধাচরণ করতে পারেন। প্রথা বিরোধী এ সকল লেখক ও লেখার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্ধাচরণ যেভাবে ত্রিশের কবিদের প্রতি ছিলো একইভাবে এমতভাব বর্তমান।

সুতরাং প্রচলিত শিল্প সাহিত্য চর্চার বাইরে নতুন সাহিত্য তৈরির পথটি কোনমতেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অবজ্ঞা , অবহেলা, প্রকাশের জায়গার অভাব এ সব কারণে স্বাভাবিকভাবেই ওদের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের তাণ্যদীপ্ত ত্রেজ। এবং এ ত্রেজ থেকে যে কাগজটি তৈরি হয় সেটিই লিটল ম্যাগজিন।

পণ্য সাহিত্যের বিপরীতে নতুন বাঁকের লেখকরা যেহেতু ব্যবসায়ী চিন্তার সাথে অপোষ করেন না অগ্রবর্তী চিন্তা করেন লেখার বিষয় ও আঙ্গিকে নতুনতর সংযোজনে নিরীক্ষা করেন কতজন পাঠক হলো তাকে প্রাধান্য না দিতে কি হল--তাকে প্রাধান্য দেন--যেহেতু তাদের এ সৃষ্টিকর্ম প্রকাশের জায়গা ও স্পর্ধা বাণিজ্যিক কাগজের নেই কিংবা বাণিজ্যিক কাগজের ভেজালে যাওয়াকে তারা নিজেরাই ঘৃণা করেন সেহেতু তারা নিজেদের পছন্দমত একটি জায়গা খোঁজেন। যদি সেমত কোন কাগজ না পান তখনই তারা একটি কাগজ তৈরির পরিকল্পনা নেন। বাংলা ,সাহিত্যের বিভিন্ন সময়ের এ ধরনের স্পর্ধী পত্রিকাগুলোই প্রকৃত অর্থে লিটল ম্যাগজিন।

সুতরাং এটুকু পরিস্কার , লিটল ম্যাগজিনের অতিত্রমের সড়কটি অত্যন্ত সংকীণ। কন্টকিত, তিরস্কার ও তাচ্ছিল্যে জর্জরিত। এই পথে প্রশংসা নেই, স্তুতি নেই, নিচে ফাঁদ পাতা গড্ডালিকা প্রবাহ। লোভ, মোহ নগদ প্রাপ্তির সুযোগ নেই, তথাপি এই অবস্থায়ও ভন্ড ও কপট ব্যক্তিরা নিজ সত্তা বিকিয়ে দিতে কুন্ঠিত হয় না বলে প্রকৃত লিটল ম্যাগজিন এর সম্পাদক , লেখক সংগ্রামশীল নিরলস পরিশ্রমী এবং যুদ্ধমান।

৪। লিটল ম্যাগজিন চর্চার বেহাল অবস্থা

আসুন এবার বাংলাদেশে বর্তমান লিটল ম্যাগজিন চর্চার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাক। ত্রিশের দশকের লিটল ম্যাগজিন চর্চায় রবীন্দ্র বলয় ভেঙ্গে ফেলার যে প্রত্যয় তারপর আশির দশকে এসে প্রচলিত সাহিত্যের বলয় ভেঙ্গে নতুন সাহিত্য তৈরির প্রত্যয় প্রত্যক্ষ করা যায়। তপন বড়ুয়া সম্পাদিত গন্ডীর , হাবিব ওহায়েদ সম্পাদিত অনিন্দ্য , সুমন রহমান সম্পাদিত দামোদর --যার ঢেউই পরবর্তী অনেক কাগজ প্রকাশে সহায়তা করে। বগুড়া থেকে আমরা দ্রষ্টব্য বের করি ঠাকুরগাঁও থেকে চালচিত্র, যশোর থেকে প্রতিশিল্প ঢাকা থেকে চর্যাপদ প্রভৃতি আরও কাগজের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু আশি কিংবা নববই এর যে লিটল ম্যাগজিনের ত্রেজ কি সেরকমভাবে টিকে রয়েছে? যদি না থেকে থাকে তাহলে সে জায়গাটিতে কি ঘটেছে তা খুঁজে দেখা দরকার।

আমি মনে করি বিশ্বাস ও চরিত্রই হচ্ছে একটি লিটল ম্যাগজিনের প্রধান মাপ কাঠি । এ 'বিশ্বাস ' ও ' চরিত্র' কে নড়বড়ে করে দিতে পারে যে অস্ত্রটি তার নাম পুঁজি। পুঁজির একটা অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। ভোগবাদ থাকে এক নম্বরে । তাই পুঁজির কৃপায় যে কেউই হতে পারে নিজস্ব মেদন্ডহীন--সেবাদাস। এ পুঁজির অন্য চেহারা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান পুঁজির বদলে কিনে নিতে পারে মাল, এবং সে মাল প্রতিষ্ঠান কড়ায় গন্ডায় আদায় করে নেয়। মাল শেষ হলে প্রতিষ্ঠানই আবার তাকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে। দলবদ্ধ সে কঠিন নিরীক্ষায় লিটল ম্যাগজিন কর্মীদের লেখকদের বিচ্ছিন্নতার জন্য ওরা সদা তৎপর থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ গান্ডীর থেকে সাজ্জাদ শরীফ দৈনিক কাগজের শুধু সেবাদাসেই পরিণত হয়নি বরং তৎপরতা চালিয়েছে লিটল ম্যাগজিন কর্মীদের কমিটমেন্টকে ভেঙে দিতে। ভোরের কাগজের সাহিত্যের পাতাকে অনেকটা লিটল ম্যাগজিন প াতা বানিয়ে অনেককেই ভেড়াতেসক্ষম হয়েছে। দৈনিকের সাহিত্যের পাতাকে লিটল ম্যাগজিনের পাতা বানানোর অপচেষ্ট া মুক্তকণ্ঠে আবু হাসান শাহরিয়ারও করেছেন--কিন্তু প্রতিষ্ঠান যা চায় সে মতেই সেগুলো প্রতিষ্ঠিতদের মহড়া বানাতে ব াধ্য হয়েছেন। এভাবেই শু হয় লিটল ম্যাগজিনের পাতায় কদম বুছি করে দৈনিক পত্রিকায় প্রতিষ্ঠানিক মোহে চক্কর খাওয়া খাওইর পালা। এই পালা বদল থেকেই ব্যক্তিগত দ্বদ্ব ! এবং স্থবিরতা। এই জন্যই কাগজগুলোকে লিটল ম্যাগজিন বলে সনাক্ত করা যায় সেগুলো ও ৫/ ৭/ ১০ সংখ্যা করার পরে অচল হয়ে পড়ে। টিকে পান খয়েরীর রসমাখা হাসি হাসি প্রচলিত সাহিত্যের চিকন মোটা তাজা নানাবিধ সাহিত্য পত্রিকা।

সুতরাং বাংলাদেশে লিটল ম্যাগজিন প্রকাশনার অন্তরায়গুলো নিম্নরূপ চিহ্নিত করা যায়

(ক) লেখক-লেখক, লেখক -সম্পাদক মতানৈক্য।

(খ) লিটল ম্যাগজিন সম্পাদক লোক প্রতিষ্ঠানের ফাঁদে প্রবেশ।

(গ) অ-লিঠলদের দৌরাত্ম।

(ঘ) পারস্পরিক যোগাযোগহীনতা।

(ঙ) পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব (ত্রয় বিপণন ইত্যাদি)।

৫ ।প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা এবং লিটল ম্যাগজিন

পণ্য সাহিত্যের গড্ডালিকা প্রবাহ এবং সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানের বুর্জোয়া চরিত্র যখন কালের স্রোতে রূপান্তরিত হয় তখন ত ার বিপরীতে কমিটেড লেখদের অবস্থান দানা বাঁধতে শু করে-- যারা সাহিত্যের পণ্য হয়ে যাওয়ার সমূহ আপদ দশা থেকে পরিত্রানের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং পণ্য সাহিত্য এবং তাদের ধারক বাহক সে সকল আধা ও পুরো প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি বিরক্ত ও অনেকাংশে আত্রমনাত্মকও । সে ক্ষেত্রে সেমত লেখকরা নিজেদেরকে বিপন্ন করেই ও সাহিত্যের মৌলিকত্ব ও অগ্রসরতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিয়োজিত তারাই প্রতিষ্ঠিান বিরোধী লেখক । আর এসব প্রতিষ্ঠান বিরে াধী লেখকদের কাগজই লিটল ম্যাগজিন।

অনেকেই এমত পোষণ করেন যে, বাংলাদেশে সাহিত্যের কোন প্রতিষ্ঠান নেই আবার উনারাই পশ্চিম বঙ্গের আনন্দ বাজ ারকে প্রতিষ্ঠান বলেন সুআগ্রহে। উনাদের অজ্ঞতার জন্যই বলা-- প্রতিষ্ঠান প্রকৃত অর্থে একটি চরিত্রের নাম। আমাদের এ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিৎ --জোঁক যত ছোটই হোক রক্ত চোষাই তার স্বভাব। সুতরাং দৈনিকের রঙচঙা কাগজের পাতায় প্রচলিত বুড়োদের পাশে কিংবা সাহিত্যের তেল মর্দনকারী বালকদের পাশে লেখা ছাপানোর মোহ বাদ দিতে না পেরেও যারা নিজেদের কাগজকে লিটল ম্যাগজিন বলে দাবী করেন সে ক্ষেত্রে আমার সুবিমল মিশ্রের সেই কথাটি উচচারণ করতে ইচ্ছে করছে--এখন লিটল ম্যাগজিন অনেকেরই করে খাওয়ার একটা বিষয়ে রূপান্তির হয়ে গেছে। এতদ আলে াচনায় আমার সাথে যদি একজনেরও মতের মিল হয়ে থাকে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন অসংখ্য বা হাজার লিটল ম্যাগজিন এদেশে হচ্ছে না বরং যে ৫/ ৭/১০ টিকে লিটল ম্যাগজিন হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলো বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত

।

এবার আলোচনায় আসা যাক রিটল ম্যাগাজিন বা এমত লেখককূল কতটুকু প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা করতে পারে ? সুবিমল মিশ্র প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা নিয়ে যতটুকু বলতে চান তা থেকে যে কোন লিটল ম্যাগজিন হয় না তিনি নিজেই তার প্রমাণ। ক ারণ তার পক্ষে কোন লিটল ম্যাগজিন করা সম্ভব হয়নি। সে কারণেই পুরো তার মতো করে প্রতিষ্ঠান বিরোধী না হলেও তাকে লেখা ছাপতে দিতে হয়েছে শুধুমাত্র ছাপার তাগিদে। তাই লিটল ম্যাগজিন প্রকাশনায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা কতটুকু হওয়ায় উচিৎ তা নিয়ে নতুন করে ভাববার প্রয়োজন আছে। লিটল ম্যাগজিন নতুন সাহিত্য নিয়ে কাজ করে । একজন ব্যক্তির নতুন সাহিত্য রচনার এ দায় ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক , পারস্পরিক বিবিধ দায় রয়েছে। কোনভ াবে একজন লেখকের প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার নাম করে এ সকল বিষয়ে দায়হীন মনে করা ঠিক নয়।

প্রথম ঃ সাহিত্য নিয়েই আসা যাক

একজন লিটল ম্যাগজিন লেখক অবশ্যই বাজারী কাগজে লিখবেন না। তাই লেখা ৮/১০ জন পাঠকের কাছে পৌঁছাতে হলেও প্রয়োজন কাগজ বের করা। আর তার জন্য প্রয়োজন অর্থ কে মেটাবে অর্থ, ছাপানোর প্রয়োজনীয় অর্থ ? পথ বে াধ করি রয়েছে ৩ টি। এক বিজ্ঞাপন, দুই অনুদান বা সাহায্য এবং তিন নিজের উপার্জিত অর্থ। এখন আমি যে উপার্জন করছি সে অর্থটা কি প্রতিষ্ঠানিক নয় ? অবশ্যই তাহলে প্রতিষ্ঠান বিরোধীতরা মানে দাঁড়াবে কোন লিটল ম্যাগজিন বের হবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে নতুন করে ভাববার অবকাশ রয়েছে। একটি লিটল ম্যাগজিন তার অর্থের সংস্থান উপরোক্ত তিন উৎস থেকেই নিতে পারে বলে আমি মনে করি ।প্রতিষ্ঠান যদি ঐ কাগজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে তবেই তাকে বাতিল কর া যেতে পারে।

দ্বিতীয় ঃ দৈনিক কাগজে লেখা

দৈনিক বা বাজারী কাগজ সংবাদ পৌঁছে দেয় প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত। জাতীয় সচেতনতা, জাতীয় শিক্ষা জাগরণে এর বিক ল্প নাই। একজন লিটল ম্যাগজিনের যেমনই নতুন সাহিত্যে তৈরির দায় রয়েছে তেমনই তার রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সামাজিক বিষয় সমূহ নিয়ে চিন্তাপ্রসূত লেখাটি প্রকাশেরও দায় রযেছে। সেই লেখাটি প্রকাশের দায়িত্ব সংবাদ পত্র নিয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি একজন লিটল ম্যাগজিনের লেখক যে কোন লেখা ছাপানোর ব্যাপারে দৈনিক পত্রিক াগুলোর সাথে কোন বিরোধ থাকতে পারে না। তেমনই দৈনিক পত্রিকার কোন লোকও সাহিত্যকর্মে বাজারী কাগজকে বা তিল করে লিটল ম্যাগাজিন এলে বিরোধ থাকা উচিৎ নয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com